তারিখ ..2.3 JAN 1991
পৃষ্ঠা... ২ ...কলাম ... ৮ ...

দৈনিক খবর

১৬০টি পদের মধ্যে ১২০টিই শূন্য রয়েছে

।। কাজী জাহিদুল ইসলাম ।।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ১৬০টি ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদের মধ্যে ১২০টি পদ শূন্য রয়েছে।

সরকার প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করার ফলে সাবেক মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে ৬৮টি শিক্ষা জেলা সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ

৭-এর পাতায় দেখুন

১৬০টি পদের মধ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও বাস্তবায়নের নিরিখে জেলা পর্যায়ে ৬৮টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ৬৮টি সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং ২৪টি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোট ১৬০টি ১ম শ্রেণীর ক্যাডার পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পদগুলোর মধ্যে ৮৬ সালে ৫৪ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হলেও বর্তমানে মাত্র ৩৬ জন কর্মরত আছেন। ৬৮টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের মধ্যে সারাদেশে মাত্র ২২ জন চাকরিরত আছেন। ২৪টি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ সৃষ্টি করা হলেও অদ্যাবধি এসব পদে কোন লোক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে ১৬০টি পদের মধ্যে ৪০ জন অফিসার কর্মরত আছেন। শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর কোন ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অভিযোগে জানা গেছে, '৮৬ সালে নিয়োগকৃত সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ তাদের নিয়োগকালীন সময় হতে ডিপিও পদে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু ডিপিও পদে পদোন্নতি দেয়া হয়নি। সরকারী কর্মকমিশন তাদের এডিপিও হিসেবে ১ম যোগদানের তারিখ গণ্য না করায় তাদের পদোন্নতির জন্য আরো ৪ বছর অপেক্ষা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে জটিলতা নিরসন না করার কারণে বর্তমানে এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আরো কিছু অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব কারণে অধিদফতরই এখন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, '৮১ সালের ১লা এপ্রিল এক সরকারী আদেশে তেজগাঁও পলিটেকনিক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হয়। মিসেস রওশন আরা বেগমসহ উক্ত বিদ্যালয়ের ৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ২১মে যে আপাতঃ ভিত্তিক আত্মীকরণ করা হয়। উক্ত আদেশে আরোপিত শর্ত ছিল যে, আপাতঃ ভিত্তিক আত্মীকরণ বলে নিয়মিত ভিত্তিতে সরকারী চাকরিতে নিয়োগের জন্য তাদের কোন দাবী বা অধিকার থাকবে না। আপাতঃকালীন আত্মীকৃত হবার পর অধিদফতরের কর্মকর্তাদের সুনজরে থাকার কারণে রওশন আরা ৩য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় ১৩৫০ টাকার স্কেলে সহকারী শিক্ষিকা পদে সরকারী কলেজিয়েট এবং পরে নারিন্দা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলী হন। একইভাবে তিনি ৩য় শ্রেণীর পদমর্যাদা হতে ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদায় নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করলে প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালক '৮৯ সালের ১৯শে অক্টোবর ৮৩ নং স্মারকে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পেশ করেন। সরাসরি নিয়োগের নীতিমালার কোন বরখেলাপ হবে না এই শর্তে সরাসরি নিয়োগের শূন্য পদে তাকে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের চাকরি লিয়েন হিসেবে দেখানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭/২-এ-২৪/৮৯/৭৫০(৪) তারিখ ২৮-১২-৮৯ইং এরপর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ১১৩৮১/১১ প্রাই (প্রশাসন) বলে মোহাম্মদপুর থানায়, ৭২৫৯(৫) প্রাই (প্রশাসন) বলে রমনা থানায় বদলী করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের '৭৮ সালের ১৩ই জুলাই সা-৮/৬টি ২/৭৫/৪৮৫ (শিক্ষা) আদেশের সরাসরি লংঘন। প্রেষণভিত্তিক নিয়োগ ও বদলী হওয়া এই মহিলা নিজ স্বাক্ষরে নিজ বেতন তুলছেন। এটিও সরকারী আদেশের পুরোপুরি লংঘন। বর্তমানে রওশন আরার ব্যাপারে অধিদফতর পুনরায় একটি সুপারিশপত্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। অথচ উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে নিযুক্তির জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও যোগ্যতম ব্যক্তিদের ব্যাপারে অধিদফতরের কোন মাথা ব্যথা নেই। সরাসরি প্রার্থী নিয়োগের বেলায় অধিদফতর কোন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। কিন্তু রওশন আরার ব্যাপারে অধিদফতরের কর্মকর্তাদের উৎসাহের প্রকাশ, অনুরূপভাবে নিয়োগ বিধির পরিপন্থী হিসেবে মাহমুদুর রহমানকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে এবং একজন থানা গণশিক্ষা সংগঠক মোবারক হোসেনকে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে অধিদপ্তর নিয়োগ প্রদান করেছে। মোবারক হোসেন ১৯৭০ সালে ১১০/-২৪০/- টাকা, ১৯৭৩ সালের ১৫০/- ২৯০/- টাকার ও ১৯৭৭ সালের ৪২৫/- ১০৩০ - টাকা স্কেলের থানা গণশিক্ষা সংগঠক ছিলেন। তিনি অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভুল তথ্য পরিবেশন করে তার পদের বিপরীতে ১৯৮৭ সালে ৭৫০/-১৪৭০/- টাকার স্কেল উন্নীত করেন। তিনি তৎকালীন মহকুমা শিক্ষা অফিসারের বেতন স্কেল তুলনা করেই এটি করান। মহকুমা শিক্ষা অফিসারের নিয়োগ বিধি ও বেতন স্কেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই বিষয়টি প্রমাণিত হবে। মোবারক হোসেন বর্তমানে নরসিংদী জেলার এডিপিতেও কর্মরত থেকে উক্ত জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অধিদফতর ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা মোবারক হোসেনকে ১ম শ্রেণীর ক্যাডারভুক্ত সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে নিয়োগ করে।

অভিযোগে আরো জানা যায়, মিসেস রওশন আরা বেগমকে চিকিৎসা ছুটিতে থাকা জনৈক শিক্ষা অফিসারের বিপরীতে বর্তমানে নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে উচ্চ পদে আত্মীকরণ বিষয়টি সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অবলোকন করছেন। অবৈধ কাজ বৈধ হলে তারাও তদবির শুরু করতে পারেন।